

## যীশুর গায়ে রোদ লাগে না

### কাজী জহিরুল ইসলাম

এসফল্টের রাস্তাটা পিছলাতে পিছলাতে পাহাড় থেকে নেমে এসে যেখানে সমতল ভূমিতে লেপ্টে গেছে ঠিক ওখানেই একটি নামফলক। লাল জমিনের ওপর শাদা লেখা, বনুয়া। ডানদিকে অনেকখানি সমতল, আনারসের মাঠ আবার উঠতে শুরু করেছে ওপরে। ওখানেই আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক'শ ফুট উচু মেরীমূর্তি। কোলে শিশুপুত্র যীশু। শাদা এই নারীমূর্তিকে ঘিরে এক পাকা বেদী, বেদীর ওপর একদল কালো মানুষ ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য প্রার্থনায় নিমগ্ন। স্থাপত্যশিল্পের বৈচিত্র ছাড়া দৃশ্যটা একই, সর্বত্র। আইভরিকোস্টের এখানে-সেখানে এমন অসংখ্য ধর্মশালা পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা ত্রিভুজ, কোনটা পাখি, কোনটা মেরী, কোনটা নৌকা, আবার কোনটা বর্তুল, গোলাকার গম্বুজ। রঙের বৈচিত্রও লক্ষ্য করার মতো। গাঢ় নীল, লাল, হলুদ, সবুজের সাথে শাদার প্রাধান্য সর্বত্র। শ্বেতপাথরের প্রতি যতোটা না প্রেম, আমার মনে হয় তার চেয়েও বেশি শাদার প্রতি প্রভুত্ব। এ দেশের মানুষ বেড়াল, কুকুর, খোরগোশতো বটেই, এমন কি ইঁদুর (বেশ বড়সড় এই ইঁদুরগুলোকে ওরা বলে আগুটি) এবং বাদুড়ও খায়। বাদুড়ের স্যুপ নাকি অসাধারণ সুস্বাদু খাবার। কিন্তু অতি আশ্চর্য এই যে ওরা এখানে-সেখানে বসে থাকা ধবল বকগুলোকে খায় না। কারণ ওরা শাদা, ওরা আকাশ থেকে নেমে আসা দেবদূত।

দুপুর হলে পড়লেও আকাশে জ্বলন্ত সূর্য। দাবদাহে পুড়ছে পাম আর কাকাওয়ার বন। আমরা আশ্বিনি বিচ থেকে ফিরছি। আবিদজান শহর থেকে এক'শ কিলোমিটার দূরের এই বিচে প্রতি রোববার ছুটে আসি সজীব হওয়ার জন্য। বুক ভরে আটলান্টিকের নোনা বাতাসে নিঃশ্বাস টেনে আমরা আরো একটি কর্মসপ্তাহ কাটানোর জন্য তৈরী হই। আশ্বিনি বিচে আসা-যাওয়ার পথে মেরীকে সবসময়ই দেখি পুত্র যীশুকে কোলে নিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে দূরের পাতৃজনদের বিলাসী গাড়িরগুলো গুনছে। প্রায়ই ভাবি একদিন ওর কোলের কাছে যাবো, জিজ্ঞেস করবো, ঈশ্বরের পুত্রকে ধর্মের কোলে বন্দী করে রেখেছো কেন? ওকে ছেড়ে দাও মানুষের ভিড়ে, বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিক কালো মানুষের রক্তের ভেতর।

মূল সড়ক থেকে মেরীমূর্তির পদতল অর্ধি একটি প্রশস্ত মেঠোপথ। আমি গাড়ি নামিয়ে দিলাম মেঠোপথে। সাথে আমার দুই পাকিস্তানী সহকর্মী, সাজ্জাদ মোহাম্মদ আর আজরা লোদী, ওরা পাকিস্তান পুলিশ বিভাগের দুই ডিএসপি। আজরা কিছুটা আপত্তি করলেও সাজ্জাদের আগ্রহ আমার মতোই। আনারসের মাঠ পেরিয়ে উন্মুক্ত গীর্জার কাছাকাছি পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য, দূর থেকে অতোটা বোঝা যায়নি। যেখানে গাড়ি পার্ক করেছি ওখান থেকে মেরীর পদতল অর্ধি একাল্লটি সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'পাশে, প্রতিটি সিঁড়িতে, হাঁটু গেঁড়ে শত শত তরুণী দু'হাত জড়ো করে বাইবেলের শ্লোক পাঠ করছে আর চোখের পানি ফেলছে। আমি সিঁড়িতে পা রাখতেই সাজ্জাদ আমার জামা খামছে ধরলো। 'দাঁড়ান, ওদের সংস্কারগুলো জেনে নেওয়া দরকার, জুতো পরে এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যাবে কি-না কে জানে?' সাজ্জাদের কথায় আমি তেমন কর্ণপাত না করে তরতর করে ওপরে উঠতে লাগলাম। নানান দেশে এমন অনেক ধর্মশালায় গিয়েছি, বিদেশিদের জন্য এগুলোতো দর্শনীয় স্থানও, কেউ আপত্তি করেনি। দুবাইয়ের একটি দর্শনীয় মসজিদে দেখেছি বিদেশিরা জুতো পরে, শটস পরে, এমন কি মেয়েরাও, দেদারসে ঢুকছে। শুধু এক জায়গায়, কাঠমুন্ডুতে আমি বেশ আহত হয়েছি। পশুপতিনাথ মন্দিরের ছবি

তুলতে গেলে এক নিরাপত্তাকর্মী ছুটে এসে আমার হাত থেকে ক্যামেরা কেড়ে নেয়। এ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ধর্মশালা দর্শন করতে গিয়ে বিপদে পড়ি নি। অবশ্য স্থানীয় জনগনের স্পর্শকাতরতার বিষয়টি সবসময় খেয়াল রেখে এগুনোই ভালো। কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে যেন আঘাত না লাগে এটা লক্ষ্য রাখা একজন সচেতন পর্যটকের দায়িত্ব। সৌদি আরবের বিষয়টি অবশ্য ভিন্ন, ওখানেতো কোন মেয়ে একা বাইরে বেরুতেই পারে না। জেদ্দা কিংবা রিয়াদ বিমান বন্দরে দেখেছি শাদা চামড়ার বিদেশি মেয়েগুলো প্লেন থেকে নেমেই বুরকা পরে ফেলে। হিজাব না পরে কোন মেয়ে সৌদি আরবে চলা-ফেরা করতে পারে না।

একান্নটি সিঁড়ি ভেঙে মেরীর পদতলে নির্মিত গোলাকার সুবিশাল বেদীর কাছে পৌঁছে গেছি, পেছনে সাজ্জাদ, আজরাতো গাড়ি থেকেই নামেনি। বেদীর চতুর্দিকে গোল হয়ে হাঁটু গেঁড়ে, পাকা বেদীর ওপর নতজানু মস্তক রেখে প্রার্থনায় নিবিষ্ট অসংখ্য মানুষ। অতি আশ্চর্যজনকভাবে এখানে কোন রোদ নেই। এক সুশীতল ছায়া, তার ওপর দিয়ে বহু দূর থেকে ভেসে আসা মিষ্টি হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলায় রোদে খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে যখন ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে জিরোবার জন্য গাছতলায় বসে পড়তাম, তখন গাছের ছায়ায় শীতল বাতাসে যেমন প্রাণ জুড়াতো ঠিক সেইরকম এক অনুভূতি হচ্ছে এখানে। অথচ দূরে, যতদূর চোখ যায়, আনারসের মাঠ, কাকাও বন, পাম বন কিংবা রাবার বন তীব্র রোদে পুড়ছে। এখানে রোদ নেই কেন? ওপরে তাকিয়ে দেখি একখন্ড ভারী মেঘ ঠিক আমাদের মাথার ওপর স্থির দাঁড়িয়ে আছে, ছায়া দিচ্ছে প্রার্থনারত মানুষদের। কেমন একটা ধাক্কা লাগলো। আশপাশে কাউকে পাওয়া যায় কি-না জিজ্ঞেস করার মতো খুঁজতে লাগলাম। খানিকটা দূরে একটি ছোট্ট ঘর, তার কার্নিশের নিচে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গেলাম। কুশল বিনিময় করে নাম জিজ্ঞেস করলাম। বললো, জোসেফ। ‘জোসেফ, বিষয়টা কি? শুধু এখানে ছায়া আর সর্বত্র রোদ?’ জোসেফ খুব ক্ষেপে গেল। ওর রাগ আমার মূর্খতার ওপর। যেন আমার জানা উচিত ছিল, এখানে রোদ না থাকারই কথা, কারণ মা মেরী তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ঈশ্বর কি করে তার নিজের পুত্রকে রোদে পোড়াবেন?

ওর সাথে আর কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে লাগলাম। এই বিশ্বাসী যুবক নিশ্চয়ই রোজ এখানে আসে না দেখার জন্য যে যীশু রোদে পুড়ছে কি-না? জোসেফ আসুক আর না আসুক আগামী রোববার আবার যখন অশ্বিনি বিচে যাবো তখন আমি ঠিকই দেখতে আসবো যীশুর গায়ে রোদ লাগছে কি-না।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৮ আগস্ট, ২০০৭